

ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ৩৫ জন আহত

ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

হায়ার ডিপ্লোমা কোর্স বাতিলের দাবীতে বাংলাদেশ কারিগরি ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে ওআইসি জোটভুক্ত দেশসমূহের দূতাবাসগুলোতে স্মারকলিপি প্রদান করতে যাবার পথে মহাখালী বন্ধ-ব্যাধি হাসপাতাল গেটে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে পুলিশ কঁদানে গ্যাস ও ছাত্ররা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে পুলিশ ও ছাত্র মিলিয়ে প্রায় ৩৫ জন আহত হয়।

বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তেজগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সামনের রাস্তায় ১টি বি, আর টি, সি বাস (ঢাকা-৮ ১৬১৩) ও একটি মাইক্রো বাসে (জাস-৬৩-১০৮৬) অগ্নি-

সংযোগ করে। ধবর পেয়ে দমকল বাহিনীর লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিভিয়ে ফেলে। ফায়ার ব্রিগেড সূত্রে জানা গেছে যে, বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা দমকল বাহিনীর দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি (শেষ পৃ: ৫-এর ক: দ্র:)

ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ

(১ম পাতার পর)

করে এবং কিছু জিনিসপত্র ভাঙচুর করে।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

বন্ধ ঘোষণা

এদিকে সরকার তেজগাঁ ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট অনিদিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছেন। কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালকের স্বাক্ষর-যুক্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে ইনস্টিটিউটের ছাত্রাবাসে অবস্থানরত সকল আবাসিক ছাত্রকে অনতিবিলম্বে ছাত্রাবাস ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ছাত্রদের ভাষা

বাংলাদেশ কারিগরি ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, পুলিশ বিনা উদ্ধৃতিতে তাদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে হামলা চালিয়ে ও পরে ছাত্রাবাস-গুলোতে প্রবেশ করে ছাত্রদের ব্যাপক লাঠিপেটা করে। পুলিশের লাঠিচার্জ ও কঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের ফলে ২০ জনের মত ছাত্র আহত হয়েছে।

পুলিশের ভাষা

পুলিশের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, গতকাল সকালে তেজগাঁ পলিটেকনিকের ছাত্ররা হায়ার ডিপ্লোমা কোর্স বাতিলের দাবীতে গুলশাননগর ওআইসি কূটনৈতিক প্রধানদের অফিস ও বাসভবন ঘেরাও করতে অগ্রসর হতে থাকে। কূটনৈতিক মিশনসমূহের নিরাপত্তাজনিত কারণে পুলিশ মিছিলকারীদের ফিরে যেতে অনুরোধ করে। কিন্তু মিছিলকারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। তারা দু'টি বাস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কতব্য রত পুলিশকে কঁদানে গ্যাস ও মদু লাঠিচার্জ করতে হয়। ছাত্রদের ইটপাটকেলে তেজগাঁ থানার ওসিগহ ১৪ জন পুলিশ আহত হয়েছে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

নিম্নোক্তাপন

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের মিছিলের ওপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একাংশ (মো: তাহেরউল্লাহ স্মারিত) ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিতে ইতিপূর্বে দিনাজপুর থেকে গ্রেফতারকৃত ৩ জন ছাত্রের মুক্তি দাবী করে পলিটেকনিক ছাত্রদের দাবী

সেইসঙ্গে তাদের আত্মন জানানো হয়।